ভোরের কাগজ

তারিখ 06 AUG 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা ত্রুটিটা কোথায়?

ছোট্ট একটি ক্লাসরুম। ৫০/৬০ জন ছাত্র ঠাসাঠাসি করে বসা। ছাত্ররা বেঞ্চ টানাটানিতে ব্যস্ত। ঘণ্টা পড়েছে ১৫ মিনিট, শিক্ষকের দেখা নেই।...উপরোক্ত বর্ণনা এ দেশের মাধ্যমিক স্কুলগুলোর একটি সাধারণ চিত্র।

কিন্তু এই নৈরাশ্যজনক অবস্থা কারো কাম্য নয়। এই পরিস্থিতির কারণ বিবিধ—অবৈধ কিংবা প্রভাবশালী মহলের চাপে অধিকসংখ্যক ছাত্র ভর্তি, শিক্ষকদের জবাবদিহিতার অভাব, পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে নকলের অবাধ সুযোগ।

দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্কুল চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের কথাই ধরা যাক। এই স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে চারটি সেকশনে মোট ২৪০ জন ছাত্র ভর্তি করা হয়। কিন্তু এবার মোট ৪০৯ জন ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে। ফলে শ্রেণীকক্ষে অধিক ছাত্রের ঠাসাঠাসি। শিক্ষার মান হ্রাস পাচ্ছে, এই বিরাট গলদ সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ নীরব কেন?

এবার শিক্ষকদের জবাবদিহিতার দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। দেখা যায়, পাঠের কাজ শুরু হওয়ার ১৫/২০ মিনিট পর শিক্ষকরা ক্লাসে আসছেন। তাদেরকে তাগাদা দেওয়ার কেউ নেই। হয়তো সে সময় প্রধান শিক্ষকও অনুপস্থিত। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষকের নানা নিয়ম, আমরা জানি, একটি গাণিতিক সমস্যা নানা উপায়ে সমাধান করা যায়। কিন্তু কিছু কিছু শিক্ষক তাদের নিজস্ব নিয়ম ব্যতীত অন্যান্য নিয়ম আদৌ গ্রহণ করেন না। এর সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাইভেট পড়ানোর টালবাহানা।

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে পাঁচ বছর মনিটর/ক্যাপ্টেন থাকাকালীন সময়ে (১৯৯৩-১৯৯৭) যে জিনিসটা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে সেটি হচ্ছে, ছাত্রদের নিয়মিত স্কুল পালানো। এর জন্য আমি প্রধানত অভিভাবকদের দায়ী করবো। তার কারণ হচ্ছে তারা তাদের ব্যস্ততায় কিংবা ছাত্রদের দূরদর্শিতায় কখনো স্কুলমুখী হন না। ফলে তার সন্তান স্কুলে উপস্থিত থাকছে কি থাকছে না তা আদৌ তিনি জানেন না।

এছাড়াও পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে চলে নকলের উৎসব। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রকাশকদের টাচ এন্ড পাস, টেকনিক গাইড নামক পকেট নকল বুকগুলো প্রকাশে বিরত থাকতে হবে। এছাড়াও নৈর্ব্যক্তিকের নামে চলে অন্ধকারে ঢিল ছোড়াছুড়ি। এক্ষেত্রে প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য এক নম্বর প্রাপ্তি এবং প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য এক নম্বর কর্তনের বিধান থাকাই সমীচীন।

এছাড়া পাবলিক পরীক্ষাগুলো যথার্থ মূল্যায়ন আমরা করতে পারছি না। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ঐ ছাত্রকে বুয়েট, মেডিকেলে ভর্তির জন্য পুনরায় পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। ফলে পাবলিক পরীক্ষাগুলোর ভূমিকা হচ্ছে গৌণ, ভর্তি পরীক্ষার ভূমিকা হচ্ছে মুখ্য। যে ছাত্র মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে (১১০০+১২০০= ২৩০০) নম্বরের পরীক্ষায় (৯০০+৮০০= ১৭০০) নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয় সে বুয়েট/মেডিকেল/বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্য কিনা?

সাব্বির আহমেদ চৌধুরী
এসএসসি পরীক্ষার্থী '৯৮
চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল।